"মফস্বলের দেশ" কবিতায় কবি সমর সেনের রোমান্টিক সত্তার পরিচয় দাও।

ভূমিকা: কঠিন সংঘাতময় এই বাস্তব সংসার ছাড়িয়ে বহুদূরে কোন এক সৌন্দর্যের মায়া মেদুর দেশ আছে। সেখানে জ্যোৎস্নাদোহিনীর রহস্যাবাস, বাস্তবের বেদনাদীন মানুষের মন সেই আশ্চর্য নন্দন থেকে শান্তির আশ্রয় পাবে। পৃথিবীর সমস্ত রোমান্টিক কবিরা এমন এক সৌন্দর্যের নন্দনভূমি কল্পনা করে আকুল হয়েছেন। সমর সেনের কবি মানসে মফস্বল দেশ মনে হয় তেমন একটি স্থান। তাঁর কবিতায় শহরের কোলাহল, নগ্ন রূঢ় বাস্তবের ছবি দেখে তাকে অনেকে নাগরিক কবি হিসেবে চিহ্নিত করতে চান, কিন্তু সমর সেনের মধ্যে রয়েছে এক রোমান্টিক সত্তা। কবি বুদ্ধদেব বসু এক জায়গায় সমর সেনের কবিতা সম্পর্কে লিখেছেন— 'সমর সেনের আপাত রোমান্টিক-বিরোধী কবিতা সুপ্ত রোমান্টিক সৌন্দর্যের জন্যে হাহাকারে ভরে উঠেছে'। এই দ্বৈধভাবের মূলে আছে কবির সমাজবাস্তবতাবোধ।

বাস্তবে কবি এমন শহরে বাস করেন যে শহর ধূসর ও মুমূর্ষু। কবির অন্তরে বিষবাষ্পের মত ভিড় করে দুঃস্বপ্ন, বন্ধ্যানগর সভ্যতার নাগরিক জীবনের ছায়াছবি। প্রথম পর্বের প্রথম স্তবকে কবি এঁকেছেন প্রকৃতির উজ্জ্বল চিত্র। যেখানে সন্ধ্যায় —

Scanned with CamScanner

'অলস সূর্য দেয় এঁকে / গলিত সোনার মতো উজ্জ্বল আলোর স্তম্ভ।'

কবির মনের দ্বন্দ্ব এখানে প্রকাশ পেয়েছে। যার একদিকে আছে সূর্যের সোনাঝরা আগুন, অন্যদিকে অন্ধকার, ধোঁয়া। কবির মনে হয়, নাগরিক জীবন ও পরিবেশের বিষময় স্পর্শে প্রকৃতি ও জীবন তার কাছে হারিয়ে ফেলেছে সমস্ত জৌলুস।

~~কিন্তু কবি~~

স্বপ্নময় দেশে যাত্রা : কিন্তু কবি থাকতে চান নি দমবন্ধ-করা ধোঁয়ার পরিবেশের মধ্যে থাকতে। তিনি চান মুক্তি। কবি-আত্মা চায় অমলসৌন্দর্যে ডুব দিতে। এই মনোভাবই কবির -মনকে টেনে নিয়ে যায় চরম রোমান্টিকতার দিকে। ধূসর শহরের ঐ অন্ধকার অসহ্য মনে হয় তার, তাই মনের ভিতর কল্পনার ছবি জেগে ওঠে একটু স্বপ্নময় দেশের। মহুয়ার দেশ কবির সেই স্বপ্নময় কল্পপুরী।

'অনেক, অনেক দূরে আছে মেঘ মদির মহুয়ার দেশ,

সমস্ত ক্ষণ যেখানে পথের দু'ধারে ছায়া ফেলে,'

রোমান্টিক কবিদের কানে যেমন দূর সমুদ্রের নাবিকের গান ভেসে আসে, কবিও তেমন কল্পনা করেন মহুয়ার দেশে।

সমর সেন দিনযাপনের গ্লানি থেকে, শহুরে জীবন থেকে কবি কীটসের মতো মুক্তি চান এক নেশার প্রার্থনা করেন।

Scanned with CamScanner

'আমার ক্লান্তির উপর ঝরুক মহুয়া-ফুল,
নামুক মহুয়ার গন্ধ।'

সংরাগ-রঞ্জিম মরীচিকা: দ্বিতীয় পর্বের শেষ স্তবকে কবির স্বপ্ন ও আকাঙ্খার মৃত্যু ঘটেছে। রাঢ় বাস্তব তাকে সচেতন করেছে: তাই স্বপ্নভাঙার কষ্টে কবির স্বীকারোক্তি:

'এখানে অসহ্য, নিবিড় অন্ধকারে
মাঝে মাঝে শুনি
মহুয়া বনের বাঁকে কয়লাখনির
গভীর, বিশাল শব্দ'

যন্ত্রসভ্যতার ভয়াবহ বিষাক্ত ছোবল পড়েছে ঐ মহুয়ার দেশেও। 'আরণ্যক' উপন্যাসের সত্যচরণও প্রকৃতির সৌন্দর্যের পাশে শ্রমজীবী মানুষের দৈন্য ও নিঃস্বতাকে দেখেছিলেন। সেখানেও যন্ত্রসভ্যতা গ্রাস করেছিল গ্রামকে। 'মহুয়ার দেশ' কবিতাটি পাঠ করার পরে আমরা অনুভব করি, কবি মনে প্রাণে নাগরিক হলেও, প্রকৃতি ও প্রেমের জন্য অন্তরে ব্যাকুল। এ কবিতায় প্রকৃতির উচ্ছ্বলতা বা মাদিরতার রূপ যেভাবে আঁকা হয়েছে তাতে 'মহুয়ার দেশ হয়ে উঠেছে কবির স্বপ্নের অলকাপুরী। কবি যেন শহরে নির্বাসিত এক যক্ষ, প্রকৃতির অবুঝ সংসর্গে, মহুয়ার গন্ধে তিনি পেতে চান প্রিয়তমার উষ্ণতা, ভুলতে চান নির্জন রাত্রির নিঃসঙ্গতাকে।

Scanned with CamScanner

বাস্তবের জগতের সঙ্গে যন্ত্রণার বাঁধনে এমনই আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা পড়েছেন কবি যে, রোমান্টিক দুঃস্বপ্নের পরিবর্তে বাস্তবের দুঃস্বপ্নই ফিরে ফিরে দেখতে হয়েছে তাকে। মরুমায়ার দেশও হয়ে ওঠেনা স্বপ্নের দেশ। রোমান্টিক সুখস্বপ্ন অন্তরে চকিতে দেখা দিয়েই আবার মিলিয়ে যায় অন্ধকারে। খনির অন্ধকার আর কলের ধোঁয়ায় তাঁর সন্ধ্যা ক্লেদাক্ত হয়। 'মরুমায়ার দেশ' তখন পরম কামনার ধন হয়েও সংরাগ-রঞ্জিম-মরীচিকা হয়ে মিলিয়ে যায়।।

Scanned with CamScanner